ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রাশমিকাকে রণবীরের চুম্বন, আলিয়ার আগুন ইমোজি — পৃঃ ৫

শচীন-ডি ভিলিয়ার্সকে ছাড়িয়ে ওয়ার্নার, ১০০ পার অস্ট্রেলিয়ার — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮৫ ● কলকাতা ● ২৮ আশ্বিন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মানবিক সেনা!

জখম মাওবাদীকে কাঁধে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ৫ কিমি হাঁটলেন জওয়ানরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মাওবাদীদের নিকেশ করতেই শুরু হয়েছিল তুমুল গুলির লড়াই। যদিও এক মাওবাদী আহত হওয়ার পর সেনা জওয়ানদের মানবিক মুখ দেখল গোটা দেশ। গুলিবিদ্ধ মাওবাদীকে পাঁচ কিলোমিটার কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন জওয়ানরা। এর ফলেই প্রাণে বাঁচেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় এই ঘটনায় সেনাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে আমজনতা।সমস্যা বাঁধে জঙ্গলের কাছে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল না থাকায়। এর পরই প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ট্রেক করে আহত মাওবাদীকে হাতিবুরু ক্যাম্পে নিয়ে আসেন জওয়ানরা। সেখানে প্রাথমিক চিকিতসা করা হয়। এর পর এয়ারলিফেটর মাধ্যমে আহত মাওবাদীকে পরবর্তী পর্যায়ের চিকিতসার জন্য রাঁচীর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।সিংভূম জেলায় হুসিপি জঙ্গলে মাওবাদীরা ঘাঁটি গেড়েছে, আগে থেকেই খবর ছিল সেনার কাছে। সেই মতো অভিযান চালানো হয়। শুরু হয় তুমুল গুলির লড়াই। তখনই আহত হন ওই মাওবাদী। যদিও সঙ্গীরা তাঁকে ফেলেই পালিয়ে যান। এর পরেই তল্লাশি অভিযানের সময় আহত মাওবাদীকে কাতরাতে দেখেন জওয়ানরা। গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। সেই ব্যবস্থা করেন সেনা জওয়ানরা।

আমার বাড়িতে যেই আসুক রাজনীতিতে নামব না'!

দেবকে জানালেন সৌরভ

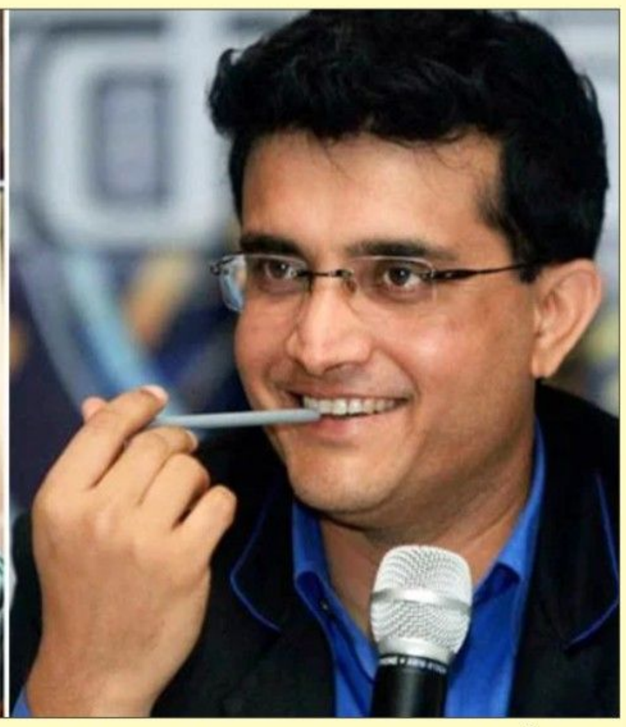

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হলে কী পরিবর্তন আনবে?', দেবের ছোঁড়া গুগলিতে পালটা অভূতপূর্ব জবাব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। মহারাজের সটান মন্তব্য, 'রাজনীতিতে কোনও আগ্রহ নেই।'প্রসঙ্গত, সৌরভের বাড়িতে অমিত শাহ আসার পরই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের খবর রটেছিল। যদিও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার আগে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল মহারাজ। যে যাত্রায় আর দেখা হয়নি। পরে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের অতিথি আপ্যায়ণে মুগ্ধ হন শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌরভের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জল্পনা শোনা গিয়েছিল। তবে সেসব উড়িয়ে দিয়ে মহারাজ রয়েছেন মহারাজের সিংহাসনেই। এবার তৃণমূলের শাসকদলের সাংসদ দেবকে সাফ জানিয়ে দিলেন সৌরভ যে তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী নন।দাদাগিরি'র মঞ্চে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গুগলির মুখে পড়ে সাধারণত তাবড় তারকাদের মুখও বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে এবার দেবের ছোঁড়া গুগলি শুনে তাজ্জব হয়েছিলেন খোদ 'মহারাজ'। এমনিতেই সৌরভের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে চর্চার অন্ত নেই, সেখানে সাংসদ-অভিনেতাই কিনা রাজনৈতিক প্রশ্ন করে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাংসদ-অভিনেতার এমন বুকের পাটা দেখে তারিফ করছেন অনুরাগীরাও!

শনিবার 'দাদাগিরি'র মঞ্চে 'বাঘাযতীন' টিম নিয়ে হাজির হয়েছিলেন দেব। সেখানেই তারকা সাংসদ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'দাদা সুযোগ পেলে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে, কী পরিবর্তন আনতে চাও?' এমন প্রশ্ন শুনে তো প্রথমটায় হতবাক হয়ে যান খোদ দাদা!এরপরই সৌরভের জবাব, 'করে দাও- এই মানসিকতাই পালটাতে হবে।' এখানেই অবশ্য থামেননি মহারাজ। তিনি এও বলেন যে, 'আমার বাড়িতে যে কেউ আসতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দেব না। আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

চালকল, আটাকল, পানশালার মালিক!

কে এই রেশন দুর্নীতির বাকিবুর? সামনে এল হাড়হিম করা পরিচয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লাইমলাইটে রেশন দুর্নীতি । নিয়োগ দুর্নীতি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশনে দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্যে। টানা ৫৩ ঘণ্টা অভিযানের পর শুক্রবার বাকিবুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বর্তমানে ইডি হেফাজতে বাকিবুর।জানা গিয়েছে ২০১৬ সাল থেকে ফুলেফেঁপে ওঠে বাকিবুর। কলকাতায় একাধিক রেস্তরাঁ, পানশালা ও হোটেলের মালিক এই বাকিবুর রহমান। নার্সিংহোম, শপিংমলেও বাকিবুরের অর্থ রয়েছে বলে দাবি ইডির। এর আগে ২০২০ সাল ও ২০২১ সালে বাকিবুরের সংস্থার উপর দায়ের হওয়া দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশ। প্রচুর পরিমাণে আটা উদ্ধার হয়। এরপর ২০২২ সালে বাকিবুরের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে।গত বুধবার নদিয়ার শিমুলিয়ায় বাকিবুর রহমানের চালকলে হানা দেয় ইডি। তার রাজারহাট ফ্ল্যাটে পৌঁছে যান আধিকারিকরা। বুধবার সকাল ৬টা থেকে কৈখালির আবাসনে হানা দেয় ইডি। চলে চিরুনি তল্লাশি। টানা ৫৩ ঘণ্টা অভিযানের পর ইডির হাতে গ্রেফতার হন তিনি।

নদিয়া জেলার কোতোয়ালি থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার ভিত্তিতে ২০২২ সালে ইডি একটি মামলা রুজু করে বাকিবুরের বিরুদ্ধে। কেন্দ্র

এরপর ৩ পাতায়

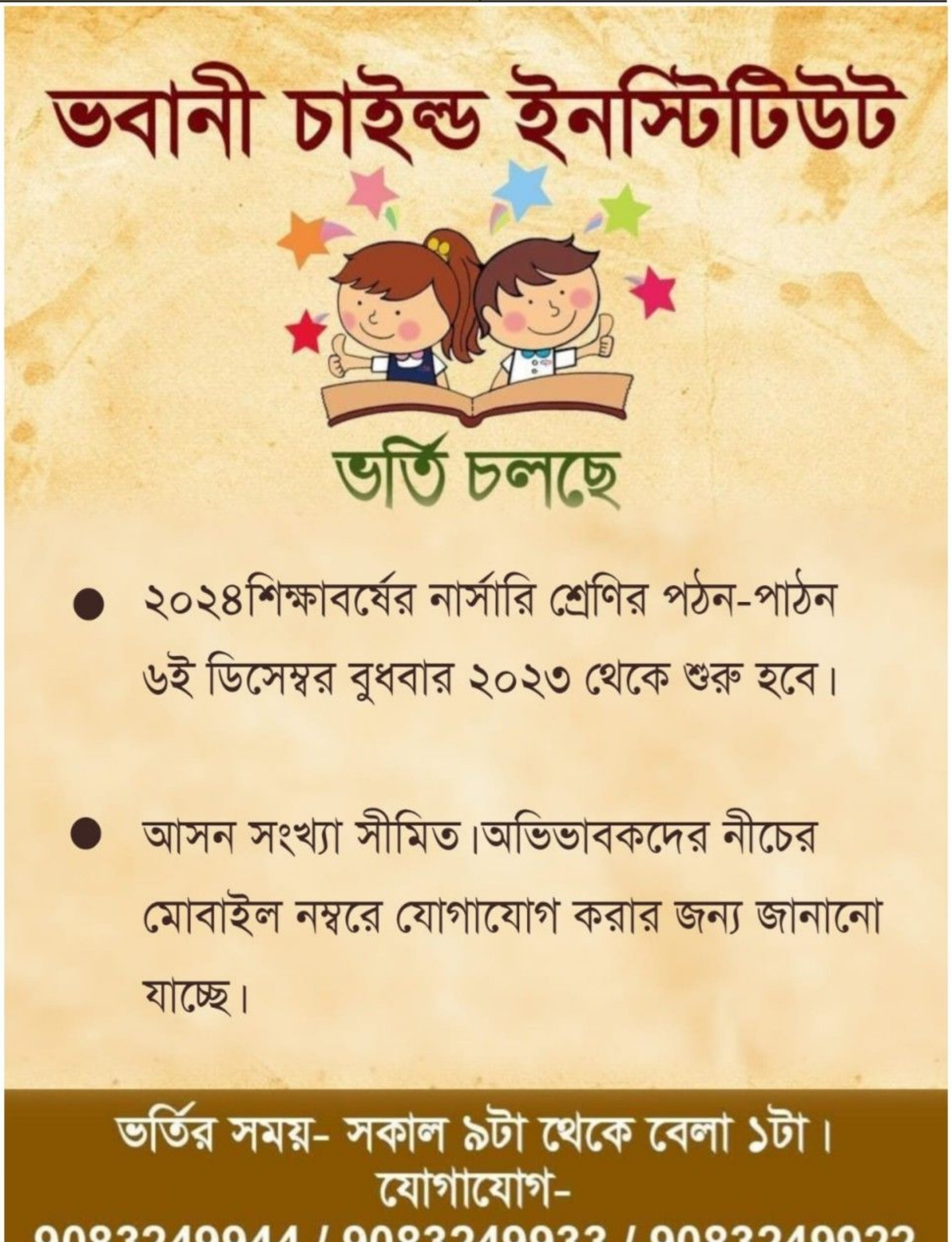

মগরাহাট ধর্ষণকান্ডে নির্যাতিতার সঙ্গে

দেখা করতে এলেন মন্ত্রী সাংসদ

বাবলু হাসান লস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : নিউজ সারাদিন : মগরাহাট ধর্ষণ কাণ্ডে- নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা, জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। মন্ত্রীর কাছে মগরাহাট বিধানসভার বিধায়িকা নমিতা সাহার নামে অভিযোগ এলাকাবাসীর। মগরাহাট ধর্ষণকাণ্ডে নাবালিকার পরিবারের সাথে দেখা করতে এলে দলের বিধায়িকার নামে একাধিক অভিযোগ এলাকাবাসীর। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল ও মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা সহ প্রশাসনিক আধিকারিক। মূলত এদিন মন্ত্রী শশী পাঁজা নির্যাতিত নাবালিকার পরিবারের সাথে দেখা করেন পাশাপাশি এই ধর্ষণকে কেন্দ্র করে মগরাহাটের যে বরত এলাকা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সেই এলাকার মানুষজনদের সাথে কথা বলেন, যাতে সঠিক তদন্ত হয় এবং দোষী শাস্তি পায় সেই বার্তাও দেন তিনি। পাশাপাশি গ্রামে যাতে শান্তি বজায় থাকে তার জন্য গ্রামের মানুষকে আবেদন জানান মন্ত্রী শশী পাজা। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে এলাকার মানুষজনদের অভিযোগ স্থানীয় বিধায়িকার সাথে এই বিষয় নিয়ে দেখা করতে গেলে তিনি কোন সহযোগিতা করেননি। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়েই স্থানীয় বিধায়িকা নমিতা সাহা জানায় বিরোধীরা চক্রান্ত করে এলাকার মানুষকে উত্তেজিত করছে। পুলিশ প্রশাসন সঠিক তদন্ত করুক এটাই তিনি চাচ্ছেন।

সুইডেনে পড়তে গিয়ে

প্রাণ গেল বাংলার তরুণীর

দুর্গাপুরঃ নিউজ সারাদিন : বিদেশে পড়তে গিয়ে প্রাণ গেল রাজ্যের এক পড়ুয়ার। দুর্গাপুরের তরুণী ডক্টরেট করতে গিয়েছিলেন সুইডেনে। গত ১৩ তারিখ মেয়ের মৃত্যুর খবর আসে বাড়িতে। তবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা পরিবারকে জানানো হয়নি। খবর পাওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, কিন্তু কীভাবে মেয়ের দেহ ফেরত পাবেন মা, তা এখনও জানে না পরিবার।রোশনির মা মমতা দাস জানিয়েছেন, শেষবার ২৯ সেপ্টেম্বর মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তার পর থেকে তাঁর মোবাইল, ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। ১৩ তারিখ ভবানীভবনের তরফে ইমেল মারফত রোশনির মৃত্যুর খবর জানানো হয় পরিবারকে। পুলিশ সূত্রে খবর, সুইডেন সরকার ভারতীয় তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর ভারতীয় দূতাবাসে জানায়। এর পর ভারতীয় দূতাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লালবাজারে এই খবর জানানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মমতাদেবীর আর্জি, রোশনির দেহ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক। যাতে মেয়ের শেষকৃতয় করতে পারে পরিবার। একইসঙ্গে যে বা যারা তরুণীর মৃতযুর জন্য দায়ি, তাদেরও কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। মমতাদেবীর কথায়, 'আমি বেঁচে থাকতে যেন দোষীদের শাস্তি পেতে দেখতে পারি।'রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, মেয়ের দেহ মায়ের কাছে ফেরত আনতে পাশে দাঁড়াক রাজ্য সরকার। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুক তারা।

দুর্গাপুরের ডিপিএলের বাসিন্দা রোশনি দাস। ২০১৮ সালে ইন্টিগ্রেটেড মেডিক্যাল বায়োলজিতে পিএইচডি করতে সুইডেনে গিয়েছিলেন তিনি। উনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে আগামী বছরই বাড়ি ফেরার কথা তাঁর। রোশনির বাবা ছিলেন ডিপিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। ২০১৯ সালে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। সেই সময় বাড়ি ফিরেছিলেন রোশনি। তার পর থেকে সুইডেনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। সেখান থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এক সুইডিশ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আসন্ন দুর্গাপূজায় শহর ও গ্রামে রোজ আনা রোজ খাওয়া

পরিবারদের জোটে না নতুন পোশাক, তাদের উৎসব বলে কিছু নেই

সমতুল নস্কর, কুলতলী, সুন্দরবনঃ নিউজ সারাদিন : আসন্ন দুর্গাপূজায় সমস্ত পূজা উদ্যোক্তাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ৭০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন ,এই উপরি অনুদান পেয়ে তাদের মনে আনন্দের সীমা নেই। জানিনা এ বছর কিভাবে পূজা কমিটি গুলি খরচ দেখাবে, গত বৎসর তো পূজা প্যান্ডেলে দেখেছি সরকার থেকে কমিটিতে ৬০ হাজার করে টাকা দিয়ে বলেছিল মাস্ক,স্যানিটাইজার সাধারন দর্শনার্থীদের দিতে,দেখা গেছে কিছু পূজা কমিটি কিছু মাস্ক,স্যানিটাইজার দিলেও বেশিরভাগ পূজা কমিটি এসব না দিয়ে দু-চারটে মাস্ক,অল্প কিছু স্যানিটাইজার পূজা মন্ডপের সামনে সাজিয়ে রেখেছিল। কোন সাংবাদিক অথবা ভিআইপি এলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের করে স্যানিটাইজার,মাস্ক দেখিয়েছে মাএ বা ভিআইপিদের সামনে দু-একজন কে দিয়েছে।এছাড়া সরকারী নির্দেশ প্রত্যাখান করেছে, নিজেরা আনন্দে মেতেছে, দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের ছেলে মেয়েরা একটা জামার জন্য বাবা মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে পূজা পার করে দেয়। যদিও কোন বাবা-মা ধারদেনা করে বাচ্ছাদের সর্বনিম্ন মূল্যের জামা কিনে দিয়েথাকে,তাও পূজার সময়ে,সবাই বেছে নিয়ে ছেঁড়া ফুটা পড়ে থাকে। এই জামাগুলো জোটে বস্তি ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের কপালে। সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবী এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের লোকজনদের অবস্থা আরো খারাপ ।ঠিকমত খেতে পায় না তাদের আবার নতুন পোশাক। এ বিষয়ে মানবাধিকার {অচউজ } কর্মী মিঠুন মন্ডল বলেন যদি পূজা উদ্যোক্তারা তাদের প্যান্ডেলের এবং অনুষ্ঠানের পরিধি একটু কমিয়ে দুস্থ গরিব মানুষের ছেলে মেয়ে এবং অসহায় মহিলাদের জামাকাপড়, শাড়ি ও একবেলা পূজা প্যান্ডেলে অন্ন ভোগ খেতে দিতেন তাহলে সার্থক হতো সরকারি অনুদান দেওয়া নেওয়া। তা না করে খোঁজ নিয়ে দেখুন কোন কোন পূজা চার দিন পাঁচ দিন করে গাজন ডান্স হাঙ্গামা বা অন্যান্য অনুষ্ঠান করছেন, দেখার লোক না থাকলেও ব্যাপক পয়সা খরচ করে। এসব যদি বাদ দিয়ে অসহায় দুস্থ গরিব ও প্রতিবন্ধীদের এলাক পোশাক ও অন্যের ব্যবস্থা করে তাহলে মানুষের সেবা করা যায়। আর অসহায় গরিব মানুষগুলো উৎসবের মেজাজে আনন্দই মেতে উঠতে পারে।

পুজোর আগে সমবায় নির্বাচন কোন্নগরে,

ছুটির দিনেও অশান্তিতে জড়াল তৃণমূল-বামেরা

হুগলিঃ নিউজ সারাদিন : রবিবার ছুটির দিনেও অশান্তি! কোন্নগরের সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন ঘিরে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বাম-কংগ্রেস সমর্থকদের অভিযোগ, তাঁরা ভোট দিতে গেলে মেরে বের করে দেয় তৃণমূলের কর্মীরা।বামেদের অভিযোগ, এই সমবায়ে ৩২টি আসন রয়েছে। সেই আসনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। ভোট গ্রহণ শুরু হতেই তৃণমূলের লোকজন বাম-কংগ্রেস প্রার্থী ও ভোটারদের মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তৃণমূল যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাসের দাবি, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। কাউকে মারধর করা হয়নি। সিপিএম কংগ্রেসের লোক নেই। তাই এজেন্ট দিতে পারেনি।একচেটিয়া ভোট করে সমবায় নিজেদের দখলে রাখা চেষ্টা করেছে শাসকদল।

ঘটনার প্রতিবাদে এদিন তুমুল বিক্ষোভ চলে জিটি রোডে। লাল পতাকা হাতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায় বামকর্মী সমর্থকদের। পুলিশ পরিস্থিতি সামলাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম-কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা।

রবিবার কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন স্থির করা হয়েছিল। কোন্নগর হাইস্কুলে চলছিল ভোটগ্রহণ। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোট চলার সময় তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডারা বুথ দখল করে। বিরোধী প্রার্থীরা সেখানে উপস্থিত হলে তাঁদের মেরে বের করে দেওয়া হয়।

ভারতীয় বিখ্যাত মুখ

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারত অনেক এগিয়ে: ড. অনুপ কুমার

সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ২৩ (AJC): নিউজ সারাদিন : বলা হয়ে থাকে যে একজন মানুষের আবেগ থাকলে সে যেকোন কিছু করতে পারে। এমনই একজনের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ অনুপ, দেশের একজন সুপরিচিত ইউরোলজিস্ট এবং সফদরগঞ্জের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান। হাসপাতাল। কুমার, যার কাজ শুধু দেশেই নয় সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে।

ডাঃ কুমারের নেতৃত্বে, ছয় বছর আগে স্বাস্থ্য কল্যাণ মন্ত্রকের পোর্টাল থেকে ল্যাপারোস্কোপিক এবং রোবোটিক সার্জারির লাইভ প্রদর্শন শুরু হয়েছিল, যা সারা বিশ্বের ডাক্তার এবং অন্যান্যরা দেখেন।

উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার ধাকদেয়া গ্রামের বাসিন্দা ড. কুমারের প্রাথমিক শিক্ষা দিল্লিতে হয়েছিল। তিনি মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস এবং এইমস থেকে এমবিএস করেছেন।

মাইক্রোসফট. এমএনএএমএস থেকে ইউরোলজিতে এমএইচ (গোল্ড মেডেলিস্ট) এবং ডিএনবি। ডিগ্রি অর্জন করেন।পরবর্তীতে বিদেশে থেকেও ডিগ্রি নেন।

ড. কুমার-ই. ভগবান গুপ্তের ছেলে এবং বিমলা গুপ্ত, পেশায় একজন শিক্ষিকা, প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সারিকা গুপ্তকে বিয়ে করেছেন, যিনি দিল্লির রাজীব গান্ধী ক্যান্সার হাসপাতালে পোস্ট করেছেন। তাদের একটি পুত্র রয়েছে।

ল্যাপারোস্কোপিক এবং রোবোটিক সার্জারি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডাঃ কুমার বলেন যে আমরা ছয় বছর আগে স্বাস্থ্য কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পোর্টাল থেকে একটি আন্তর্জাতিক ওয়েব কাস্ট শুরু করেছিলাম। যেটিতে প্রথমে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি দেখানো হয়েছিল, পরে রোবোটিক সার্জারি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আগে আমরা ৫২টি প্রিমিয়াম কলেজে শো করতাম এখন আমরা ২০টি দেশে যাই। এ পর্যন্ত ৪২৫টি ওয়েব কাস্ট সম্পন্ন হয়েছে, যা এক ধরনের রেকর্ড।

ডাঃ কুমার বলেন যে একটি কিডনির সাহায্যে কেউ দীর্ঘ জীবনযাপন করতে পারে, তবে সময়ে সময়ে এটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।তিনি বলেছিলেন যে ভারতে প্রথমবারের মতো আমরা একটি রোবোটিক কিডনি প্রতিস্থাপন করেছি। একটি সরকারি হাসপাতাল। তিনি বলেন, আমাদের ওয়েব কাস্ট থেকে শুধু দেশেই নয় বিদেশের মানুষও শিখছে। তিনি বলেন, আমাদের ১০ হাজার লোকের দল আছে। তিনি বলেছিলেন যে ভারত এখন উন্নত দেশগুলির থেকে কম নয়। এখানে উন্নত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিও রয়েছে। এই কারণেই ভারত এখন নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থানে রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ কুমার বলেন, প্রস্রাবের রোগ একটি মারাত্মক সমস্যা। যার মধ্যে ক্যান্সারও রয়েছে, যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অনেক কারণ রয়েছে। প্রধানটি হল জেনেটিক কম্পোজিশনের পরিবর্তন। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো কিছু খাদ্যতালিকাগত রোগ রয়েছে যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। লোকেরা বেশি অ্যালকোহল, ধূমপান এবং জাঙ্ক ফুড গ্রহণ করে, এইগুলি ক্যান্সারের প্রচার করে।

তিনি বলেন, প্রস্টেট রোগে টিউমার বৃদ্ধির সমস্যা বেশি হয়, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে দেখা দেয়। সাধারণত ৫০ বছর পর এই সমস্যা দেখা দেয়। সময়মতো চিকিৎসা দিয়ে নিরাময় করা যায়। তিনি বলেন, আজকাল পাথরের সমস্যাও বাড়ছে।

৬ দিনের নাতিকে বিক্রির অভিযোগ দিদিমার বিরুদ্ধে,

ব্যাপক চাঞ্চল্য শান্তিপুরে

নদিয়াঃ নিউজ সারাদিন : অভাবের তাড়নায় ৬ দিনের নাতিকে বিক্রির অভিযোগ দিদিমার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। খুদের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে উদ্ধার করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।অভিযোগ, বধূর মা খালেদা বিবি ৬০,০০০ টাকার বিনিময়ে খুদেকে বিক্রির ব্যবস্থা করে। এদিকে ঘটনার পর থেকে বধূর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সন্তানের খোঁজ নিতে শুরু করে। খবর না পাওয়ায় সন্দেহ হয় তাঁদের। এর পরই বধূ বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। নিজেই থানার দ্বারস্থ হন। জানান, তাঁর মা অভাবের তারনায় সন্তানকে জগদ্দলে বিক্রি করে দিয়েছেন। এর পরই পুলিশ উদ্ধার করে খুদেকে। পলাতক অভিযুক্ত।তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে থাকেন কেরলে। তাঁদের একটি সন্তান রয়েছে। সম্প্রতি ফের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন বধূ। গত ৯ অক্টোবর শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। রাতেই একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। ১১ তারিখ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। অভিযোগ, তিনি সন্তান নিয়ে ফিরতেই তাঁর মা নানাভাবে বাচ্চা বিক্রির জন্য চাপ দিতে থাকে। বোঝায়, দুটি সন্তানের দেখভাল করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অভিযোগ, বধূর মা-ই খুদেকে বিক্রির ব্যবস্থা করে।

১-ম পাতার পর

চালকল, আটাকল, পানশালার মালিক! কে এই রেশন দুর্নীতির বাকিবুর? সামনে এল হাড়হিম করা পরিচয়

সরকারের দেওয়া রেশনের আটা চুরি করার পাশাপাশি নিম্নমানের আটা সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে বাকিবুরের বিরুদ্ধে। তারপরই শুরু হয় তদন্ত।

পূর্বে বাকিবুরের চালকল ও আটাকলে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর সরকারি স্ট্যাম্প ও সিল মিলেছে বলে ইডি সূত্রে খবর। চালকলের পাশাপাশি হোটেল ব্যবসায়ী বাকিবুর এলাকায় বিশাল প্রভাবশালী বলেই পরিচিত। বাকিবুরের ফ্ল্যাট থেকে বিপুল পরিমাণ নথি উদ্ধার করেছেন গোয়েন্দারা। মিলেছে পাহাড়প্রমাণ সম্পত্তির খোঁজ। যদিও সম্পত্তির উৎস, হিসাব তিনি দিতে পারেননি। বাকিবুরের সাথে উঠে এসেছে প্রভাবশালী যোগ। সেই নিয়ে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। আবার বাকিবুরের গ্রেফতারির পর রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অভিযুক্ত প্রসঙ্গে বলেন, বাকিবুরকে চিনিনা, কোনওদিন দেখিনি। নিয়োগ দুর্নীতি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির পর এই দুর্নীতির জল কোন দিকে গড়ায় সেটাই দেখার।

বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এক বড় ধরনের পাসপোর্ট চক্র ভেঙে দিল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এক বড় ধরনের পাসপোর্ট চক্র ভেঙে দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। এই সূত্রে গ্যাংটক-এর পাসপোর্ট সেবা লঘু কেন্দ্র (পিএসএলকে)-এর একজন সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে আটক ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে প্রকাশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার ডেপুটি পাসপোর্ট অফিসার (ডিপিও), গ্যাংটক পিএসএলকে-র সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট, অন্যান্য সরকারি কর্মচারী এবং কিছু কিছু ব্যক্তিও। অভিযোগে প্রকাশ, কলকাতার আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয়ের কয়েকজন সরকারি কর্মী এবং গ্যান্টক পিএসএলকে-র কিছু কিছু কর্মী যোগসাজস করে একটি অপরাধচক্র গড়ে তুলেছিল। কয়েকজন পাসপোর্ট এজেন্ট এবং দালালও এই যোজসাজসে যুক্ত ছিল বলে ঘটনা সূত্রে প্রকাশ। জানা গেছে যে পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তরা কয়েকজন আবেদনকারীর পক্ষে মিথ্যা ও ভুয়ো নথিপত্র দাখিল করার মাধ্যমে বেআইনিভাবে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে। ঐ আবেদনকারীরা কেউই ভারতে বসবাসকারী নাগরিক নন।

এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত গ্যাংটক পিএসএলকে-র একজন সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করে সিবিআই কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়িতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার সময় ঐ আধিকারিককে ধরে ফেলা হয়। দুজনকেই আটক ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটককালে ধৃত সরকারি কর্মীর কাছ থেকে আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

পাসপোর্টের এই বেআইনি চক্র গুঁড়িয়ে দিতে কলকাতা, গ্যাংটক, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার সহ কয়েকটি স্থানে জোর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ঐ সময় বেশ কিছু বেআইনি ও সন্দেহজনক নথিপত্রও আটক করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের শীঘ্রই আদালতে তোলা হবে।

মহালয়াতেই হল দেবীর বোধন, অঞ্জলি থেকে ধুনুচি নাচ, দেদার আনন্দ অস্টিনের পুজোয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন মুলুক হলে কী হবে, এ পুজোয় বাঙালিয়ানা শতভাগ। প্রতিবারের মতো এবারও আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের রাজধানী শহর অস্টিনে সাড়ম্বরে পালিত হল দুর্গোৎসব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলে কী হবে এই পুজো যেন একটুকরো বাংলা। এপার বাংলা, ওপার বাংলা মিলেমিশে একাকার।বহু বাঙালির আকর্ষণের কেন্দ্র এই পুজো। তাই অংশ নিতে চান অনেকেই। আগে থেকে প্রবেশের টিকিট কাটতে হয়। হুড়মুড়িয়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল সব টিকিট। স্থান সীমিত । তাই আমেরিকার পুজোয় জন সমাগমের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখতেই হয়। সন্ধ্যে স্ন্যাক থেকে ডিনার সবরকমের ব্যবস্থা ছিল। তবে সবটাই সময় মেনে। উৎসবের শুরু থেকে শেষ, সবটাই নিয়মে বাঁধা। রাত ৯ টার মধ্যেই শেষ করার করা নির্দেশ ছিল। পারফর্ম করতে এসেছিলেন অঙ্কিতা ভট্টাচার্য। আগামী সপ্তাহেই বঙ্গে বোধন দেবীর। তার আগেই মার্কিন মুলুকে হয়ে গেল বোধন। সারা বছর ঘর ছাড়া বাঙালিরা চেটেপুটে আগাম উপভোগ করলেন শারদ উৎসবের আনন্দ। মনে মনে বললেন, আসছে বছর আবার হবে।বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য এই পুজোর ইউএসপি। তবে বৈচিত্রের মাঝেই ধরে রাখা হয় ষোলআনা বাঙালিআনা। বিদেশের মাটিতে পাঁজি মেনে ষষ্ঠী থেকে দশমী, পুজো করা কার্যত অসম্ভব। তাই সকলের সুবিধেমতো বেছে নেওয়া হয়েছিল দেবীপক্ষের সূচনার দিনটি। এদিন সকাল থেকেই দুর্গোৎসবে মাতলেন সকলে। সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে রাত ৯ টা অবধি উদযাপন। পুজো শুরুর পর নিয়ম মেনে অঞ্জলি, খাওয়া দাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধুনুচি নাচ, কী না ছিল এই পুজোয়।

শেষ মহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল, মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি বিলের আলোচনা নিয়ে নির্দেশ শুভেন্দুর

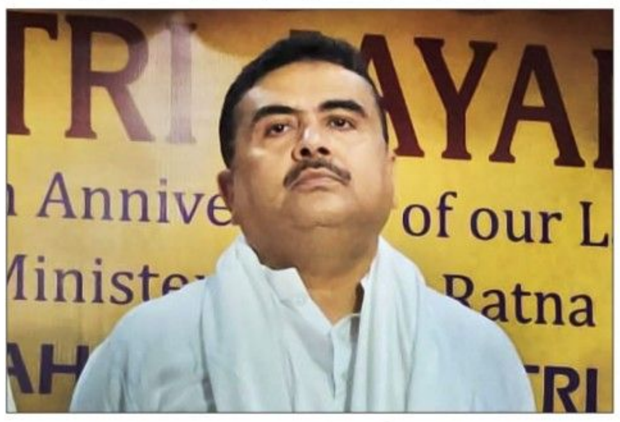

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল। সোমবার বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। রবিবার দুপুরে বিধাননগরে বিজেপির পার্টি অফিসের বাইরে অধিবেশন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, "আমরা ১১টায় সকলকে ডেকেছি, আমরা ভিতরে ঢুকব। বিরোধিতা করব, জোরালো ভাবে এর বিরোধিতা করব।"গত ৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় নিজের বক্তব্য শেষে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মন্ত্রী থেকে বিধায়ক-সব স্তরেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করছে সরকার। সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, বিধায়কদের বেতন প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল ৫০ হাজার টাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এত দিন মাসে ১০ হাজার ৯০০ টাকা করে পেতেন। এখন থেকে তাঁরা পাবেন ৫০ হাজার ৯০০ টাকা। এ ছাড়া, রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রীদের বেতন ছিল ১১ হাজার টাকা। তাঁরা বেতন বাবদ এ বার থেকে ৫১ হাজার টাকা পাবেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং প্রতিমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রীরা এত দিন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে এক লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করার কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তিনি বলেছিলেন, "বিধায়কের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি না।" এ বার সেই প্রতিবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে বিধানসভার খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন বিজেপি বিধায়করা।শুক্রবার আচমকাই জানানো হয়, ১৬ অক্টোবর সোমবার বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশন বসবে। এ কথা জানার পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু জানিয়ে দেন, অধিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার পরেই তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিধানসভার সচিবালয় থেকে বিজেপি পরিষদীয় দল জানতে পারে, মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করতে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ্‌ অ্যান্ড অ্যালায়েন্স অ্যাক্ট ১৯৫২' এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করতে 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার অ্যামেন্ডমেন্টস) অ্যাক্ট ১৯৩৭' সংশোধন করা হবে। তারপরেই শুভেন্দু বলেন, "আমরা ওই দিন থাকব না। বিধায়কেরা সকলেই পুজোয় ব্যস্ত থাকবেন। আমাদের এই বিল নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। ওরা আনছে, ওরা ওদের মতোই পাশ করাবে।" বিধানসভা সূত্রে খবর, বিজেপি পরিষদীয় দলের একাংশ বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ বিধানসভায় লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই বিরোধী দলনেতা একেবারে শেষ মুহূর্তে বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক বিজেপি বিধায়কের কথায়, "বিজেপি যে দলগত ভাবে মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, জনমানসে এই বার্তা দিতেই আমরা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করব।"

শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন না, তা আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিরোধী দল অনুপস্থিত হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেওয়ায় অধিবেশন নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ কমছিলই। কিন্তু রবিবার আচমকাই অধিবেশনে যোগদানের কথা ঘোষণা করে দেন শুভেন্দু। ফলে দুই বিলে আলোচনার সময় অধিবেশন উত্তপ্ত হতেই পারে।

হাতে সময় মাত্র ৩ ঘণ্টা, আজই স্থির হতে পারে গাজার ভবিষ্যৎ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রবিবার ফের গাজা ভূখণ্ডের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের ঘর ছাড়ার জন্য হুমকি দিল ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। তাদের গাজা ভূখণ্ডের দক্ষিণে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, তার জন্য তাঁদের মাত্র ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ৩ ঘণ্টা পরই সম্ভবত উত্তর গাজায় স্থলপথে হামলা চালাতে পারে ইজরায়েল। এদিকে, ভূমধ্যসাগরে এদিনই দ্বিতীয় মার্কিন রণতরী নোঙর করেছে। গাজার সীমান্তে প্রস্তুত রয়েছে ইজরায়েলি বাহিনীর হাজার হাজার ট্যাঙ্ক। ইজরায়েল জানিয়েছে, হামাস গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার জন্য শীঘ্রই একটি বিস্তৃত অভিযান করা হবে গাজা ভূখণ্ডে। তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আবহাওয়াগত কিছু সমস্যা রয়েছে। তা কেটে গেলেই হামলা হবে গাজায়। হামাস আনুমানিক যে ১৫০ জন ইজরায়েলি নাগরিককে গাজায় যুদ্ধবন্দি করে নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের মুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। এর আগে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে লাগাতার আকাশপথে গাজা ভূখণ্ডে বোমা বর্ষণ করে গিয়েছে ইজরায়েল। তাদের দাবি, হামলাকরা হয়েছে হামাসের বিভিন্ন কার্যালয় এবং হামাস সদস্যদের এবং তাদের পরিবারবর্গের বাড়িতে। তবে, এই হামলায় এখনও পর্যন্ত ২,৩২৯ জন প্যালেস্টিনীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তবে, তাতেও ইজরায়েল লক্ষ করে রকেট হামলা থামেনি। ইজরায়েলেও গত শনিবার থেকে ১,৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।এদিন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী গাজার একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। সেই মানচিত্রে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে, গাজা ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখান দিয়ে যাওয়া, সালাহ আল-দিন স্ট্রিট নাম একটি রাস্তাকে। ওই রাস্তাটিই 'পাথ টু সেফটি', অর্থাত নিরাপদ এলাকায় যাওয়ার রাস্তা বলে জানিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। সঙ্গের ক্যাপশনে প্রতিরক্ষা বাহিনী লিখেছে, "সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই রুটে কোনও অভিযান চালাবে না আইডিএফ। এই ফাঁকা সময়ের সুযোগ নিন। দয়া করে উত্তর গাজা থেকে দক্ষিণ দিকে চলে যান।"গত শুক্রবারই রাষ্ট্রপুঞ্জকে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছিল গাজা ভূখণ্ডের উত্তর অংশ থেকে ১১ লক্ষ মানুষকে গাজার দক্ষিণাংশে স্থানান্তর করার জন্য। গাজা ভূখণ্ডের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। অর্থাত, অর্ধেক গাজাবাসীকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েচিল তেল আবিব। রাষ্ট্রপুঞ্জ অবশ্য পাল্টা জানিয়েছিল, এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এক বিরাট মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। তবে, তারপরও নিজেদের পরিকল্পনা থেকে সরেনি ইজরায়েল। প্যালেস্টিনীয় নাগরিকদের দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ, তারা স্থলপথে গাজায় আক্রমণ চতালাতে চলেছে, এমনটাই মনে করছেন মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞরা। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ইজরায়েলের সতর্কতা মেনে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করেছেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৮৫ সংখ্যা ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ সোমবার ২৮ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বাড়িতে বসেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা নিয়ে বিরাট ঘোষণা মমতার

স্পেন সফর থেকে ফেরার পর থেকেই বেজায় অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বাঁ পায়ে চোটের জেরে বর্তমানে বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । বেরোনো বারণ। তাই বাড়িতেই ডাকা হয় মন্ত্রীসভার বৈঠক। গত বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে ভার্চুয়ালি রাজ্যের বিভিন্ন পুজোর উদ্বোধন সারেন মুখ্যমন্ত্রী ।প্রসঙ্গত, পায়ে চোট লাগায় গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন মমতা। কিছুদিন আগে রাজ্যে শিল্প আনতে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘ সফর সেরে ফেরার পরই হাসপাতালে ছুটতে হয় তৃণমূল সুপ্রিমোকে। জানা যায় মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ পায়ে চোট থাকায় তাকে ১০ দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতসকেরা। তবে সেই সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনও হাঁটাচলা বারণ তার।

গতকাল মমতা জানিয়েছেন, তার পায়ে সংক্রমণ হয়ে গিয়েছে। যা সারতে সময় লাগবে। হাঁটাচলা করা আপাতত বারণ তার। জল্পনা ছিল হয়তো পুজোর আগেই বাড়ির বাইরে পাঁ রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তা আর হচ্ছে না। এবারের পুজোয় বিশ্রামেই থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে ।এরই ফাঁকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বার্ধক্য ভাতা, একাধিক ইস্যুতেও বিরাট ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

ঠিক কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা ৯০ হাজার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন পেয়েছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা এসব আমি পুজোর পর দিয়ে দেব। আমি পুজোর পর সব করে দেব।" অর্থাত পুজোর পরই কপাল খুলছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা প্রাপকদের।

পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রের ওপর তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না। রাস্তার কাজের টাকা দিচ্ছে না। এই সরকার যদি ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেয়, তাহলে আরও বড় আন্দোলন হবে।"

পুজোর কলকাতায় শাহের সফর রবি বিকেলে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পুজোর উদ্বোধন করতে কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ। কিন্তু রবিবার বিকেল পর্যন্ত সেকথা জানাই ছিল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এমনটাই দাবি মেদিনীপুর সাংসদের। তবে পরে দলের তরফে তাঁকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হেলিপ্যাডে গিয়ে স্বাগত জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দিলীপ বলেন, "যেহেতু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দলীয় সফর নয়।সোমবার দ্বিতীয়ার দিন ঝটিকা সফরে কলকাতায় আসবেন শাহ। রেসকোর্সের হ্যালিপ্যাড থেকে সোজা যাবেন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর উদ্বোধনে। পুজোর উদ্বোধন করেই আবার হেলিকপ্টারেই দিল্লি ফিরে যাবেন তিনি। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া সব শর্ত মেনেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। অল্প সময়ের জন্যই তিনি থাকবেন, তাই সবদিকেই আমাদের বিশেষ নজর দিতে হচ্ছে।"তাই বিষয়টি আমার জানা ছিল না। রবিবার সকাল থেকেই আমি গ্রামীণ এলাকায় ছিলাম দলীয় কর্মসূচিতে। কিন্তু আমাকে ফোন করে দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে অমিতজিকে স্বাগত জানাতে হেলিপ্যাডে যেতে হবে। আমি তাঁকে স্বাগত জানাতে যাব।" রবিবার বিজেপির সদর কার্যালয় বিধাননগরে শাহের কলকাতা সফর নিয়ে এক বৈঠক হয়। বৈঠকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে, সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল প্রমুখ। এই বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ছিলেন না। রবিবার বালুরঘাট থেকে কলকাতায় ফিরে বৈঠকে যোগদানের কথা থাকলেও, অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি বলেই বিজেপি সূত্রে খবর। তবে সোমবার পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে থাকার কথা তাঁরও।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এদিকে নিমাই বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবনের ইতিহাস কথিত যা আছে সেটি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।নিমাইয়ের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় গঙ্গাদাস পন্ডিতের পাঠশালায়। পাঠশালায় পড়ার সাথে সাথে বাবার কাছে বাড়িতে সংস্কৃত চর্চা করতেন নিমাই । সংস্কৃতে জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছোট বয়স থেকেই তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ, ব্যাকরণ শাস্ত্র, সংস্কৃত শ্লোক, পুঁথি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা মানবের দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

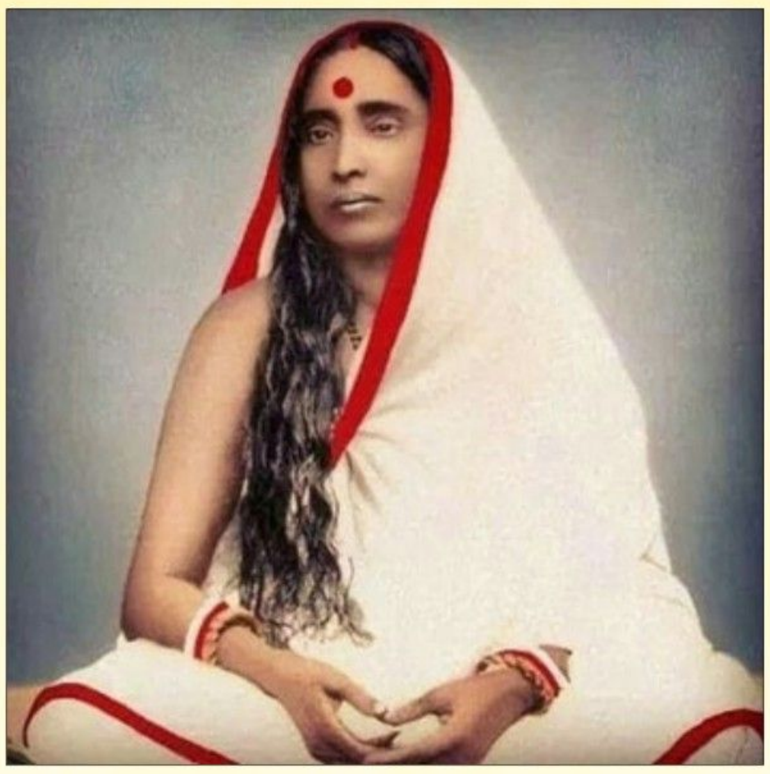

প্রত্যেক দিন প্রতিটা মুহূর্তে আমরা জেনে বুঝে নিজেরাই পাপ করছি। একটু স্বার্থ আর পদের লোভের জন্য দিনের পর দিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি থেকে দূরে থাকছি। পৃথিবীতে যে যেভাবেই থাকুক না কেন নিজের কর্মের জন্য নিজেরাই দায়ী। ঈশ্বরের এমনই নিলা খেলা কেউ অট্টালিকার পারে বাস করছে আর কেউ সদ হলেও একদম অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে থাকে। সবকিছু জেনে বুঝেও মানুষ আজও অবুঝ হয়ে আছে। হিংসা মনোভাব যে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে সে কোনোদিনই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেই পারেন। মানব জীবন অনেক পূর্ণ জীবন এই জীবনে এসে এমন কিছু করো না যা মানব সভ্যতার হীনতায় ভোগে । ভারতের সব মানুষ নিজে থেকে যদি মানুষের উপরে অন্যায় অবিচার কম করে তাহলে একদিন,মানুষের মনের মধ্যে ধ্যান ধারণা, ভক্তি-শ্রদ্ধা আর আধ্যাত্বিক অনুভূতি যদি জন্ম নেয়, তাহলে ঈশ্বর প্রার্থী হতে পারেন তিনি। সেই জন্যেই চেতনার সৃষ্টি আর অনুভূতির উপলব্ধি মধ্যে জন্ম জ্ঞানচক্ষু,আর সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়েই স্বয়ং ঈশ্বর কে দেখতে পাবে এযুগের মানুষেরা।স্বর্গ, নরক ও মর্ত্য তো সবই ত্রিভুবন ধরাধামে অবস্থিত। তাই মানবজাতির পাপ-পুণ্যের বিচার হবে মৃত্যুর আগেই।এই কথাগুলি লিখতে বসে আমার জীবনের ছোটবেলার স্মৃতি গুলো বার বার মনে পড়ে যায়। আমি ছোটবেলা থেকে নিজের ইচ্ছায় যা চেয়েছি ভগবান তা আমাকে দিয়ে করাইনি, তার যে কাজটি করানো সে কাজটি ঠিক আমাকে দিয়ে বারবার করিয়ে নিয়েছে।আমার গুরুজনেরা যেসব ধর্ম স্থানে আজও যেতে পারিনি, সেই সব ধর্ম স্থানে আমি বহুবার ঘুরে এসেছি স্বয়ং ভগবান আমাকে টেনে নিয়ে গেছে।আমার কাছে এ কোন অর্থ নেই অথচ এমন একটি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে আমি সেখানে হাজির হয়েছি।খুব ছোটবেলায় আমাকে দক্ষিণেশ্বরে বারবার টেনে নিয়ে গেছে স্বয়ং মা ভবতারিণী। যা আমি চাইনি তাই আমি পেয়েছি, যা চেয়েছি তা আমি আজও পাইনি। এ কথাগুলো একদম চিরন্তন সত্য আমার এই বয়সেও, হঠাৎ একটি যোগ হলো আমার বাড়ির সামনে থেকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে চলে গেলেন তারাপীঠ মন্দিরে।তারাপীঠ মন্দির এত ছোটবেলায় আমি দেখতে পাবো সেটা স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, কেনো জানেন আমার গুরুজনেরা কর্মব্যস্ততা থাকতেন এবং মানব সেবা করতে তারা ব্যাড ব্যস্ত থাকতেন।আমার সঙ্গে সময় দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাদের সে সময় কোনদিন হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বর যা চেয়েছেন তাই তো হয়েছে, আমার জীবনে। মায়ের মহিমা আজও আমাকে ভাবিয়ে তোলে, তারাপীঠ মন্দিরের শশান ঘাটে বসে ছিলাম । আচমকা লাল পাড়ের সাদা কাপর পরা এক বৃদ্ধ আমার সামনে হাজির। আমার কাছে খাবার আকুতি জানিয়েছে, খাওয়া দেওয়ার মতন সামর্থ্য আমার কাছে ছিল না সেই মুহূর্তে। সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বৃদ্ধা।কয়েক মিনিট পরে, আমি সাড়া শ্মশান ও তারাপীঠ চত্বরে ওই বৃদ্ধাকে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু তারা দেখতে পেলাম না। যে যন্ত্রনা আজও আমাকে কুরে কুরে খায়। মায়ের সেই মহিমা, আজ কারোর নয় অজানা।মায়ের মহিমা প্রচার ও অনুসন্ধান করে পথ চলা আমার জীবনের শুরু। মায়ের কোন বিকল্প শক্তি হতে পারে না এই ধরাধামে বুকে, মা অনন্ত কাল ধরে বিশ্বের জননী । তিনি ত্রিভুবনের জাগ্রত মাতৃশক্তি, সকলের জন্মদাত্রী তিনি। যুগে যুগে অবতার যিনি জগৎজননী মা সারদা কখনও তিনি দেবী সরস্বতী বা কখনও মা লক্ষ্মী দেবী রূপে আবির্ভূতা। মা সারদা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মায়ের কৃপায় পাহাড় সমান বাধাকে দূরীভূত করা যায় মায়ের কৃপায় সংসারে অভাব দূর হয়ে থাকে। মা সারদা আবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা যেখানেই মায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে এক একটি তীর্থ ক্ষেত্র। সেই জায়গা গুলো হল জয়রামবাটি, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, সিমলা স্ট্রিট। এক কথায় যেখানে যেখানে পায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি তীর্থক্ষেত্র। মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদা মা রূপে। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সারদা দেবীর পিতৃকূল মুখোপাধ্যায় বংশ পুরুষানুক্রমে ভগবান শ্রীরামের উপাসক ছিলেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা তথা প্রথম সন্তান। জন্মের পর প্রথমে সারদা দেবীর নাম রাখা হয়েছিল "ক্ষেমঙ্করী"। পরে "ক্ষেমঙ্করী" নামটি পালটে "সারদামণি" রাখা হয়। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষিকাজ ও পুরোহিতবৃত্তি করে জীবিকানির্বাহ করতেন এবং তিন ভাইকে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র হলেও রামচন্দ্র ছিলেন পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি। কথিত আছে, সারদা দেবীর জন্মের আগে রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী উভয়েই অনেক দিব্যদর্শন করেছিলেন। সারদা মায়ের জন্মের পর রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর কাদম্বিনী নামে এক কন্যা এবং প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়।বাল্যকালে সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালি মেয়েদের মতো সারদা দেবীর জীবনও ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। ঘরের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি ছেলেবেলায় তিনি তাঁর ভাইদের দেখাশোনা করতেন, জলে নেমে পোষা গোরুদের আহারের জন্য ঘাস কাটতেন, ধানখেতে ক্ষেতমজুরদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতেন, প্রয়োজনে ধান কুড়ানোর কাজও করেছেন। সারদাদেবীর প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। তখন তাঁর কিছু অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্যামপুকুরে একটি মেয়ের কাছে ভাল করে লেখাপড়া করা শেখেন। ছেলেবেলায় গ্রামে আয়োজিত যাত্রা ও কথকতার আসর থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোক শিখেছিলেন। ছেলেবেলায় পুতুলখেলার সময় লক্ষ্মী ও কালীর মূর্তি গড়ে খেলাচ্ছলে পূজা করতেন। সেই সময় থেকেই তাঁর বিবিধ দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা হত। স্বয়ং ভগবান যে তার কপালে ঈশ্বর রূপ রেখা রেখে গেছে, সে কারণেই,তিন বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে এক গানের আসরে প্রথম দেখা রামকৃষ্ণের। নবীন গায়ক দলের দিকে সারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও'। বালিকা তার ছোট্ট তর্জনী অন্য দিকে রামকৃষ্ণের দিকে নির্দেশ করে বলল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর cinema TV

রাশমিকাকে রণবীরের চুম্বন, আলিয়ার আগুন ইমোজি

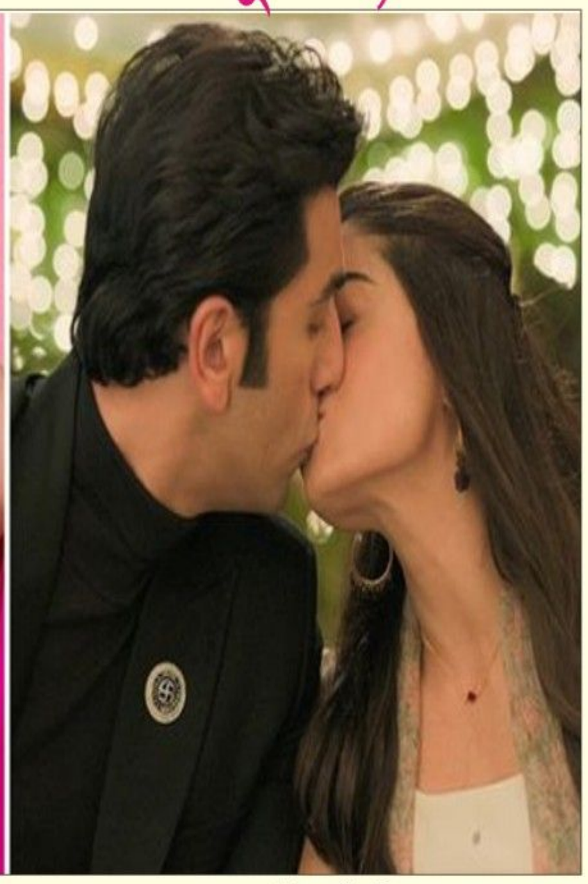

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মেঘের দেশে উড়ে ককপিটে রাশমিকাকে জড়িয়ে চুম্বন করলেন রণবীর কাপুর। আর এতেই তোলপাড় বলিউড। আকাশ পথে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠল।

অন্য নায়িকার ঠোঁটে ঠোট রেখে চুমুতে মত্ত স্বামীর সেই দৃশ্য দেখে আলিয়ার প্রতিক্রিয়া কী সেটা জানতেই উদগ্রীব। তবে এ নায়িকা যে এতে মোটেই বিচলিত নন; কারণ পুরোটাই তো সিনেমার জন্য!

পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা নির্মাণ করছেন ওঅ্যানিমেল্স্ সিনেমা। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর-রাশমিকা মান্দানা। আগামী ১ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

এ সিনেমার মুক্তি উপলক্ষে প্রচার কাজে ব্যস্ত পুরো টিম। ১১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির 'হুয়া ম্যায়' গান। এ গানের শুরুতে পরিবারের সদস্যদের সামনে চুমু খান রণবীর-রাশমিকা। তারপর বিমানের ককপিটে গাঢ় চুম্বন করতে দেখা যায় তাদের। এরপর গাড়িতে তাদের একটি চুম্বন দৃশ্য রয়েছে।

রণবীর-রাশমিকার অন্য ভক্তদের মতো গানটি দেখেছেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। অনস্ক্রিনে স্বামীকে চুম্বন দৃশ্যে দেখে তার প্রতিক্রিয়া কী? এ প্রশ্ন নেটিজেনদের অনেকের। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন আলিয়া। রণবীর-রাশমিকার চুম্বন দৃশ্যের ছবি দিয়ে এ অভিনেত্রী লিখেছেন, 'গানটি লুপে শুনছি।' সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হার্ট ও আগুনের ইমোজি।

এ গানের কথা লিখেছেন মনোজ মুনতাসির শুক্লা। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন রাঘব চৈতন্য ও প্রিতম। প্রকাশের পরই নেটদুনিয়ায় ভাইরাল এই গান। নেটিজেনরা রণবীর-রাশমিকার রসায়নকে 'আগুন' বলে অভিহিত করেছেন।

'অ্যানিমেল' সিনেমায় প্রথমবার জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর ও রাশমিকা মান্দানা। 'কবীর সিং' খ্যাত পরিচালক সন্দীব রেড্ডি ভাঙার এ সিনেমা প্রযোজনা করছেন গুলশান কুমার।

'সিতারে জমিন পার' নিয়ে ফিরছেন আমির খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক বছরের বিরতির পর 'সিতারে জমিন পার' সিনেমা নিয়ে ফেরার ঘোষণা দিলেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট' খ্যাত আমির খান। নিউজ১৮-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আমির খান নিজেই।

এ আলাপচারিতায় আমির খান বলেন, এ বিষয়ে পাবলিকলি কথা বলিনি। এখনো বেশি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু এটা বলতে পারি, সিনেমাটির নাম 'সিতারে জমিন পার'। অবশ্যই মনে আছে 'তারে জমিন পার' সিনেমার কথা। আর এই সিনেমার নাম 'সিতারে জমিন পার'। কারণ আমরা একই থিম নিয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি। 'তারে জমিন পার' ছিল একটি আবেগঘন সিনেমা। আর এই সিনেমা আপনাকে হাসাবে, কাঁদাবে, বিনোদন দেবে।

তিনি বলেন, দুটো সিনেমার থিম একই। যার কারণে নামটি চিন্তা-ভাবনা করেই রাখা হয়েছে। আমাদের সকলের মাঝেই ভুল-ত্রুটি আছে, দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমাদের সকলের মাঝে বিশেষ কিছু আছে। সুতরাং আমরা এই থিমটি নিয়ে কাজ করছি। এই সিনেমায় ৯ জন ছেলে থাকবে, তাদের সমস্যা থাকবে। আর তারা আমার চরিত্রকে সাহায্য করবে আমার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে।

আমির খান পরিচালিত ও অভিনীত আলোচিত সিনেমা 'তারে জমিন পার'। ২০০৭ সালে এ সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে তার অভিষেক ঘটে। মুক্তির পর সিনেমাটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, 'তারে জমিন পার' সিনেমা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাণ করতে যাচ্ছেন 'সিতারে জমিন পার' সিনেমাটি। তবে নতুন সিনেমাটি আমির পরিচালনা করবেন কিনা তা জানাননি। তা ছাড়া সিনেমাটিতে কে কে অভিনয় করবেন সে বিষয়েও মুখ খুলেননি এই নায়ক।

প্রভাস-দীপিকার 'কল্কি'-তে প্রকাশ্যে অমিতাভের ফার্স্ট লুক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ব্রহ্মাস্ত্র-র পর আরও এক সাই-ফাই থ্রিলার 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-তে দেখা যাবে বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনকে। অভিনেতার ৮১ বছরের জন্মদিনে নির্মাতারা শেয়ার করলেন ছবির ফার্স্ট লুক। যা ইতোমধ্যেই আলোড়ন ফেলে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিগ বি-কে দেখে উচ্ছ্বসিত তার ভক্তরা।

সিনেমার ভেরিফায়েড টুইটার প্রোফাইল থেকে লেখা হল, 'আপনার যাত্রার অংশ হওয়া এবং আপনার মহত্ত্বের সাক্ষী হওয়া সম্মানের। শুভ জন্মদিন অমিতাভ বচ্চন স্যার।'

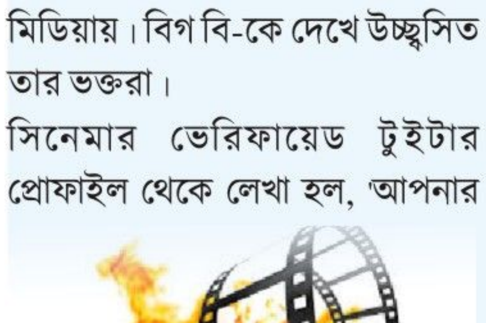

'কল্কি ২৮৯৮ এডি' পরিচালনা করেছেন নাগ অশ্বিন। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান, প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন এবং দিশা পাটানি।

এতদিন এই সিনেমাকে 'প্রোজেক্ট কে' নামেই চিনতেন মানুষ। একাধিক ভাষায় মুক্তি পাবে এই ছবি। ২০২৪ সালের সবচেয়ে বড় এবং প্রতীক্ষিত রিলিজগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে এটি।

এর আগে জুলাই মাসে প্রকাশ্যে এসেছিল ছবির প্রথম ঝলক। আমেরিকার সান দিয়েগোয় কমিক কন অনুষ্ঠানে উদ্বোধনে যা প্রকাশিত হয়েছিল। এ সিনেমার শুটিংয়ের সময় সেটেই আহত হন অমিতাভ। পাঁজরে চোট লাগায় সুস্থ হতে দীর্ঘদিন সময় লেগে যায় বিগ বি-র। দীর্ঘদিন স্থগিত রাখতে হয়েছিল ছবির শুটিং।

মাসখানেক আগে দীপিকা জানিয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি মুক্তি পেতে পারে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, শুটিং মাঝে বন্ধ থাকায় জানুয়ারিতেও মুক্তি সম্ভব নয়। খুব সম্ভবত, রিলিজ মে মাসে ঠেলে দেবেন নির্মাতারা। প্রযোজক অশ্বিনী দত্তের জন্য নাকি ৯ মে দিনটি শুভ। এর আগে তার একাধিক সিনেমা ওই দিনে মুক্তি পেয়ে সাফল্য পেয়েছে। তাই ৯ মে তারিখেও আসতে পারে এই ছবি।

অরিজিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সোনু নিগম

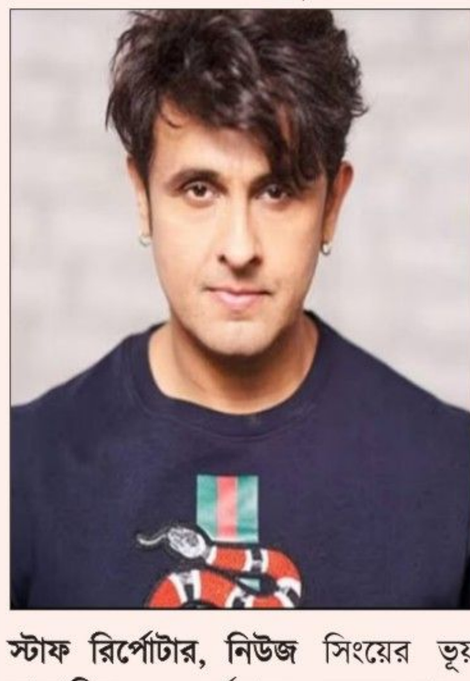

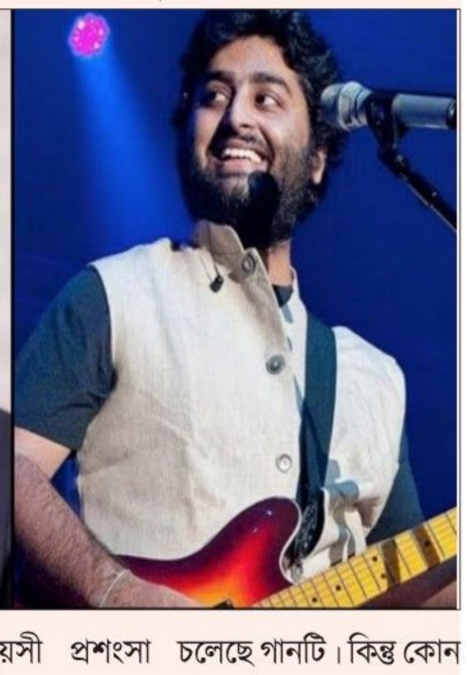

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে ভারতে বিখ্যাত গায়কদের তালিকায় এক অবিচ্ছেদ্য নাম অরিজিৎ সিং। ক্যারিয়ারের শুরুতে আশিকি-২ ছবিতে গাওয়া "তুম হি হো..." গান দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি।তার অনবদ্য কণ্ঠস্বরে এক কথায় মুগ্ধ সবাই। এককথায় অরিজিৎ সিং এখন যাতেই হাত দেন তাই হিট! এবার সেই গায়কের অকুণ্ঠ প্রশংসা শোনা গেল সোনু নিগমের কণ্ঠে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে অরিজিৎ সিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন সোনু।

সোনু বলেন, অরিজিৎকে নিয়ে যদি বলতে হয় এ সবকিছুই ওর প্রাপ্য। এগুলো ওর পাওয়ার কথাই। ওর মতো এত ভালো গায়ক, বহুদিন পর ইন্ডাস্ট্রিতে এল। আমি থাকি বা না থাকি, ও সামনে এগোবেই। কেরিয়ারে আরও অনেক দূর যাবে অরিজিৎ।

সোনু নিগম আরও জানান, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের একটি বাংলা ছবিতে অরিজিতের সঙ্গে একটি গান গেয়েছেন তিনি। খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চলেছে গানটি। কিন্তু কোন ছবি, সেটার নাম প্রকাশ্যে আনেনি সোনু নিগম।

সবশেষ গত ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেল অরিজিৎ সিং এবং শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া বাউন্ডুলে ঘুড়ি। দশম অবতার ছবির এই গান কম্পোজ করেছেন অনুপম রায়। গানে অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং জয়া আহসানকে রোম্যান্স করতে দেখা যাচ্ছে। আগামী ১৯ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে দশম অবতার। অভিনয়ে থাকছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জয়া আহসান, যিশু সেনগুপ্ত, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, প্রমুখ।

মেসিকে নিয়ে

আর্জেন্টিনা সমর্থকদের সুখবর দিলেন স্কালোনি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের দীর্ঘ ৩৬ বছর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। মরুর বুকে বিশ্বকাপের শিরোপাজয়ী লিওনেল মেসিরা আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের লড়াইয়ে মাঠে নেমেছে। মাঠের পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে।

সর্বশেষ আর্জেন্টিনার হয়ে গত মাসে ইকুয়েডরের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে গিয়ে মাংসপেশির চোটে পড়েছিলেন লিওনেল মেসি। ইনজুরি থেকে সেরে ওঠা মেসি সেই ম্যাচে খেলবেন কি না তা জানার কৌতুহল রয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচের পাশাপাশি মেসিকে নিয়ে ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচ জানান, ইনজুরি থেকে সেরে ওঠা মেসি ম্যাচ খেলার মতো অবস্থায় রয়েছেন।

বিশ্বকাপজয়ী কোচ স্কালোনি বলেন, 'আমরা মেসির অবস্থা ভালো দেখেছি। তারপরও আমি তার সঙ্গে কথা বলবো সে খেলতে চায় কি না সেটি জানার জন্য। তার সিদ্ধান্ত জানার পরই দল চূড়ান্ত করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সবচেয়ে বড় কথা মেসি ঠিক আছে। আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে সে ম্যাচের শুরু থেকেই খেলার সামর্থ্য রাখে। চারদিন পর আমাদের আরও একটি ম্যাচ রয়েছে। সে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ৮০ মিনিট খেলতে পারে এবং পেরুর বিপক্ষে নাও খেলতে পারে। আবার এমনও হতে পারে দুইটি ম্যাচেই পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারে সে।'

বাংলাদেশে আসছেন

রোনালদিনহো

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বার্সেলোনা কিংবা বিশ্ব মঞ্চ, সবাই মুগ্ধ হয়েছে তার পায়ের জাদুতে। বাংলাদেশেও তার ভক্ত সংখ্যা অনেক। ব্রাজিলের ফুটবল সম্পর্কে জানে কিন্তু রোনালদিনহোকে চেনে না এমন মানুষের সংখ্যাও খুব কম। এবার বাংলাদেশে আসছেন ব্রাজিলের সেই বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশে আসার কথা রোনালদিনহোর।

ভারতের ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত রোনালদিনহোকেও বাংলাদেশে আনার জন্য কাজ করছেন বলে জানা গেছে।

ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে রোনালদিনহোর বাংলাদেশ সফরের খবর। বাংলাদেশের স্পোর্টস এনার্জি ড্রিংকস ব্রান্ড ব্রাভানার আয়োজনে বাংলাদেশে আসছেন তিনি। ব্রাভানার পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজন করবে ক্রিয়েশন ওয়ার্ল্ড।

রোনালদিনহোর বাংলাদেশ সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনো আয়োজক প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয়নি।

প্যারাগুয়েকে হারিয়ে আর্জেন্টিনার তিনে তিন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে ফেরা লিওনেল মেসি ছিলেন না শুরুর একাদশে। নিয়মিত অধিনায়ক না থাকলেও খুব একটা বেগ পেতে হয়নি দলটিকে। ম্যাচের শুরুতেই নিকোলাস ওটামেন্ডির গোলে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিয়েছে আলবেলিস্তেরা। প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে বাছাইয়ের শতভাগ রেকর্ড ধরে রাখল বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তিন ম্যাচে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে আর্জেন্টিনা। একই দিনের অপর ম্যাচে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে হোঁচট খেয়েছে ব্রাজিল।

ঘরের মাঠ এস্তাদিও মাস মনুমেন্টালে মেসিকে ছাড়াই একাদশ সাজান আর্জেন্টিনা কোচ। যদিও মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে আলবেলিস্তেরা। লাউতারো মার্টিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজ ও নিকোলাস গঞ্জালেসকে নিয়ে গড়া আক্রমণে শুরুতেই প্যারাগুয়েকে চেপে ধরে স্কালোনির দল। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেন ওটামেন্ডি। রদ্রিগো ডি পলের কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন এই ডিফেন্ডার।

এগিয়ে গিয়ে আক্রমণের ধার আরো বাড়িয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। এতে গোল করার মতো অনেক সুযোগ পেলেও ফিনিশিংয়ের অভাবে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি স্কালোনির দল। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মাঠে নামেন লিওনেল মেসি। ৫৪ মিনিটে আলভারেজের পরিবর্তে মাঠে নামেন তিনি। তাতে আর্জেন্টিনার আক্রমণে ধারও বাড়ে। কিন্তু গোল আর পাওয়া হয়নি। মেসির সামনেও এসেছিল গোলের সুযোগ। ৭৫ মিনিটে তার নেওয়া কর্নার পোস্টে লেগে প্রতিহত হলে হতাশ হতে হয় আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে। যোগ করা সময়ে মেসির নেওয়া ফ্রিকিক আবারো পোস্টে লেগে ফিরলে আর ব্যবধান বাড়েনি চ্যাম্পিয়নদের।

তিন ম্যাচে তিন জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শুরুটা দারুণ হয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। এর আগে ইকুয়েডরকে ১-০ এবং বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানে।

সেই ছোট্ট মেয়েটির মুখ

এখনো ভেসে ওঠে ডোনাল্ডের চোখে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : এখনো সেই ভুত তাড়া করে বেড়ায় অ্যালান ডোনাল্ডকে। ল্যান্স ক্লুজনারের ডাকে সাড়া দিয়ে যদি আরো আগে দৌড় দিতেন, তাহলে হয়তো ট্র্যাজিক গল্পের 'কেন্দ্রীয় চরিত্রে' পরিণত হতেন না তিনি।

'সাদা বিদ্যুৎ' খ্যাত কিংবদন্তি এই পেসার ১২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে শিকার করেছেন ৬০২ উইকেট। কিন্তু সেই রানআউট ছাপিয়ে গেছে সবকিছুকে। যা এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচকে। ভুলতে পারেননি অশ্রুজলে সিক্ত সেই ছোট্ট মেয়ের মুখটি।

বিশ্বকাপে আজ অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাই কিছুটা হলেও ক্রিকেটভক্তদের মনে উঁকি দিচ্ছে ২৪ বছর আগের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের সেই স্মৃতি। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকটাই নস্টালজি হয়ে যান ডোনাল্ড। সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠার জন্য থেরাপি পর্যন্ত নিতে হয়েছে তার।

তিনি বলেন, 'সেদিনের অনেককিছুই আমার মনে আছে। তবে সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা সবার আগে মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছিল সে। মনে আছে নিরাপত্তাকর্মীরা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার পা একদম জেলির মতোই আটকে ছিল। হাঁটার শক্তি পাচ্ছিলাম না। শুধু ভাবছিলাম, আমি সেই ছোট্ট মেয়েটিকে হতাশ করেছি। এমনকি এখনো আমি তার মুখের সেই ছবি কল্পনা করতে পারি।'

শুধু বিশ্বকাপ নয়, ওয়ানডে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচ সেটি। বার্মিংহামে আগে ব্যাট করতে নেমে ২১৩ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ২১৩ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকাও। কিন্তু রানরেটে এগিয়ে থাকার কারণে ফাইনালে উঠে অজিরা। অথচ শেষ ওভারে জেতার জন্য ৯ রান প্রয়োজন ছিল প্রোটিয়াদের। ডেমিয়েন ফ্লেমিংয়ের প্রথম দুই বলে চার মেরে দূরত্বটা কমিয়ে আনান ক্লুজন। তৃতীয় বলে কোনো রান নেননি তিনি। সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা করতে রান আউটের কবল থেকে বেঁচেছিলেন ডোনাল্ড। কিন্তু চতুর্থ বলে আর রক্ষা পাননি। মার্ক ওয়াহর সেই থ্রোয়ে রচিত হয় ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম ট্র্যাজিক কাব্য।

ডোনাল্ড বলেন, 'ম্যাচটি টাই হওয়ার কারণে সম্ভবত বেশি যন্ত্রণা দেয়। ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের (যা ছিল অবিশ্বাস্য) পর এটি সম্ভবত ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ম্যাচ। এটি আজীবন হৃদয়ে গেঁথে থাকবে এবং এর অংশ হওয়াটা সত্যিই স্পেশাল। মনে হচ্ছে যেন, মহাকাব্যিক এই চলচ্চিত্রে আমি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছি।' 'এটা কাটিয়ে উঠতে আমাকে থেরাপি নিতে হয়েছিল। এই ম্যাচ আর দেখতে পারিনি। এটা নিয়ে আর কথা বলিনি। আমার অংশ হয়ে গিয়েছিল।'

দুঃখজনক এই হারের পর দেশে ফিরে ট্রলের শিকার হয়েছেন ডোনাল্ড, 'প্রিটোরিয়ায় এক ম্যাচে ফাইন লেগ বাউন্ডারি সীমানায় ফিল্ডিং করছিলাম। সমর্থকেরা বলছিল, অ্যালান, তুমি কি এবারও দৌড়াবে?, তোমার ব্যাট কোথায়?'

সেঞ্চুরিতে লারা-জয়াবর্ধনে-

বাবরকে ছুঁলেন ডি কক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের চলতি আসরে দুর্দান্ত ছন্দে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দাপুটে জয়ের পর অস্ট্রেলিয়াকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রোটিয়ারা। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের তারা হারিয়েছে ১৩৪ রানের ব্যবধানে। ব্যাট হাতে আলো ছড়াচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান কুইন্টন ডি কক। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুর্দান্ত সেঞ্চুরির পর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও হাঁকিয়েছেন সেঞ্চুরি। ৯০ বলে ৮টি চার ও ৫ ছক্কায় তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন তিনি। আউট হন ১০৯ রান করে।

তবে এই সেঞ্চুরির মাধ্যমে তিনি স্পর্শ করেন ক্রিকেটের জীবন্ত কিংবদন্তি ব্রায়ন লারা, মাহেলা জয়াবর্ধনে ও হালের সেরা ব্যাটসম্যান বাবর আজমকে। তারা তিনজনই ওয়ানডেতে ১৯টি করে সেঞ্চুরি করেছেন। সেই তালিকায় এবার জায়গা করে নিলেন ডি ককও।

তবে বিশ্বকাপে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরিয়ানদের তালিকায় শীর্ষে আছেন কুমার সাঙ্গাকারা। তিনি ২০১৫ বিশ্বকাপে চারটি ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করে রেকর্ড গড়েছিলেন। সেবার বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তিনি।

এবারের আসরে ডি কক টানা দু'টি সেঞ্চুরি হাঁকালেন।

অবশ্য ২০১৩ সালে ভারতের বিপক্ষের সিরিজে টানা তিন সেঞ্চুরি করেছিলেন ডি কক।

বিশ্বকাপ ধামাকা

চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে

ইতিহাস গড়লো আফগানিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ৬৯ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়লো আফগানিস্তান।

এতে দুই দলই দুটি করে ম্যাচ হেরেছে এবং জিতেছে একটি করে ম্যাচ। ইংল্যান্ড হেরেছে নিউজিল্যান্ড এবং আফগানিস্তানের কাছে। আর আফগানিস্তান হারলো বাংলাদেশ ও ভারতের কাছে।

রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলী স্টেডিমে টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ৪৯.৫ বলে ২৮৪ রান তুলে অলআউট হয়েছে আফগানিস্তান। জবাব দিতে নেমে ৪০ ওভার ৩ বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান তুলতে সক্ষম হয় ইংল্যান্ড। ফলে ৬৯ রানের হারে বড় ধাক্কা খেল ইংলিশরা।

২৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মুজিব উর রহমান-রশিদ খান ও মোহম্মদ নবিদের স্পিন আর ফজলহক ফারুকি-নাভিন উল হকের গতিতে বিধ্বস্ত হয় ইংল্যান্ড। দলের হয়ে ৬১ বলে ৭টি চার আর এক ছক্কায় সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন হ্যারি ব্রুকস। এছাড়া ৩২ রান করেন ওপেনার ডেভিড মালান।

আফগানিস্তানের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন স্পিনার রশিদ খান ও মুজিব উর রহমান। দুই উইকেট নেন মোহাম্মদ নবি। একটি করে উইকেট নেন পেসার নাভিন উল হক ও ফজলহক ফারুকি।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিং নেমে দুই ওপেনারের ব্যাটে ঝড়ো শুরু পায় আফগানরা। ক্রিস ওকস, রিস টপলি ও স্যাম কারানের মতো পেসারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেন দুই ওপেনিং ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাজ এবং ইব্রাহীম জাদরান। এর মধ্যে ৩৩ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ফিফটি তুলে নেন গুরবাজ। একই পথে হাঁটছিলেন ইব্রাহীমও। তাদের জুটি শতরান পার হওয়ার পর আঘাত হানেন আদিল রশিদ। এই ইংলিশ লেগ স্পিনারের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন ইব্রাহীম। তার ব্যাট থেকে আসে ৪৮ বলে ২৮ রান।

দলীয় ১১৪ রানে প্রথম উইকেট হারানো আফগানিস্তান পরবর্তী ৮ রানে আরও দুই উইকেট হারায়। ১৯তম ওভারে আদিল রশিদের দ্বিতীয় শিকার হয়ে ফেরেন রহমত শাহ (৩)। পরের বলেই রান আউট হয়ে ফেরেন দারুণ খেলতে থাকা রহমানুল্লাহ গুরবাজ। তার ব্যাট থেকে আসে ৫৭ বলে ৮ চার ও ৪ ছক্কায় ৮০ রান।

পাঁচে নামা ওমরজাই ভালো শুরুর ইঙ্গিত দিলেও টিকতে পারেননি। ২৪ বলে ১৯ রান করে ফিরেছেন লিয়াম লিভিংস্টোনের বলে ক্রিস ওকসের ক্যাচ হয়ে। অধিনায়ক হাশমতুল্লাহ শহীদিও (১৪) পারেননি ধাক্কা সামাল দিতে। রুটের নিরীহদর্শন স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে বোল্ড হয়েছেন তিনি।

নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর মিছিলে যোগ দেন মোহাম্মদ নবিও (৯)। তবে সেখান থেকে লড়াই শুরু করেন ইকরাম আলিখিল ও রশিদ খান। একপ্রান্ত আগলে দলকে ভালো সংগ্রহের পথে নিয়ে যান আলিখিল। ৬৬ বলে ৫৮ রান করেন তিনি।

লোয়ার মিডল অর্ডারে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন রশিদ খান-মুজিব উর রহমানরা। রশিদের ব্যাট থেকে এসেছে ২৩ রান, মুজিব ফিরেছেন ২৮ রান করে। সবমিলিয়ে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যই দাঁড় করায় আফগানরা।

শচীন-ডি ভিলিয়ার্সকে

ছাড়িয়ে ওয়ার্নার, ১০০ পার অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে দ্রুততম হাজার রানের রেকর্ডটি এতদিন যৌথভাবে দখলে রেখেছিলেন শচীন টেন্ডুলকার ও এবি ডি ভিলিয়ার্স। তবে এবার তাদের ছাড়িয়ে গেলেন ডেভিড ওয়ার্নার।

তার গড়ে দেওয়া ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এখন পর্যন্ত ১০০ পেরিয়েছে অজিদের সংগ্রহ।

২০২৩ আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হয়েছে স্বাগতিক ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বারম স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিং করছে অজিরা। শুরুতেই ওপেনার মিচেল মার্শের (০) উইকেট হারানোর পর সাবধানী ব্যাটিং করেন আরেক ওপেনার ওয়ার্নার। দেখেশুনে খেলে কোনো বিপর্যয় ঘটতে দেননি এই অজি ওপেনার। এরমধ্যেই একটি মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন তিনি।

ব্যক্তিগত ১৬ রানে পৌঁছেই রেকর্ড গড়ে ফেলেন ওয়ার্নার। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ১ হাজারি ক্লাবে প্রবেশের কীর্তি এখন তার দখলে। তার লেগেছে ১৯ ইনিংস। অন্যদিকে আগের দুই রেকর্ডধারী ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন ও সাবেক প্রোটিয়া অধিনায়ক ডি ভিলিয়ার্সের লেগেছিল ২০ ইনিংস করে। তাদের পরেই অবস্থান ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস ও সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর। দুজনেই হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন ২১তম ইনিংসে।

ভারতের বিপক্ষে ধীরে ধীরে হাত খুলতে শুরু করা ওয়ার্নার অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফিফটির দেখা পাননি। ফিরেছেন ব্যক্তিগত ৪১ রানে। ৫২ বল স্থায়ী ইনিংসটি ৬টি চারে সাজানো। স্টিভেন স্মিথের সঙ্গে তার জুটিতে আসে ৬৯ রান। তবে ওয়ার্নারের বিদায়েও অস্ট্রেলিয়ার খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কারণ স্মিথ ও মার্নাস লাবুশেন মিলে ফের দারুণ জুটি গড়ে ধাক্কা সামাল দিয়েছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভার শেষে ২ উইকেটে ১০৪ রান সংগ্রহ করেছে অস্ট্রেলিয়া।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR